দৈনিক বাংলা

24 FEB 1990

28

তারিখ 24 FEB 1990
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

অবৈতনিক শিক্ষা ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু হোক

শিক্ষাই জাতীর মেরুদন্ড। যে দেশে শিক্ষিতের হার যত বেশী সে দেশের মানুষের উন্নতিও তত বেশী কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার হার অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে কম। এর প্রতিফলনও দারিদ্র, অজ্ঞতা উচ্ছৃঙ্খলতা সামাজিক দিক দিয়া এক নব যুগের সূচনা করেছে যা ইতিপূর্বে অন্য কোন সরকার প্রধান পশ্চাদপদতা ইত্যাদির মধ্যে দেশের জন্য জীবনে অত্যন্ত প্রকট। তবে সুখের কথা, বর্তমান সরকার দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি তার শিক্ষাকে বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার উপর আজ যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সরকার ৫ম শ্রেণী থেকে শিক্ষা বাধ্যতা মূলক ঘোষণা, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পৌরসভার বাইরে ছাত্রীদের জন্য বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দান এবং ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এই দরিদ্র দেশে শিক্ষা বিস্তারের এটাই যথার্থপন্থা তা বলাই বাহুল্য এজন্য সরকারকে আমরা অভিনন্দন জানাই, তবে এই সঙ্গে বলতে চাই শুধু যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নয় পৌর এলাকাকে বাদ দিয়ে নয়, বিনা বেতনে লেখা পড়ার সুযোগ দেশের সকল এলাকায় দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রসারিত করা উচিৎ। তাছাড়া ৮ম শ্রেণী থেকে ১০ম পর্যন্ত কারিগরী শিক্ষাও আবশিক্যই বিষয় হিসাবে চালু করা দরকার। এ জন্য বাজেটে শিক্ষাখাতে আরো অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে তা ঠিক তবে চুড়ান্ত পরিসরে—এর থেকে যে সুফল পাওয়া যাবে তার মূল্য দাঁড়াবে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় অনেক বেশী। সোজা কথায় শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণের সাথে সাথে দেশে বেকারত্ব যেমন হ্রাস পাবে অন্যদিকে তেমনি বর্ধিত শিক্ষিত জন সংখ্যা দেশের এক নম্বর সম্যায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেওসহায়ক হবে। বস্তুত কারিগরী শিক্ষার বিস্তার ছাড়া দেশের বেকারত্ব দূর করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি জনগণ অধিক হারে শিক্ষিত না হয়ে উঠলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ তথা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সাফল্যের ও কোন সম্ভাবনা নেই। তাই আমার প্রস্তাব গুলি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন এবং বিনা বেতনে সারা দেশে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ দান ছাড়াও ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত কারিগরী শিক্ষা বাধ্যতা মূলকভাবে চালু করবেন, এটাই প্রত্যাশায়।

মোঃ আবদুস ছামাদ
মোঃআমির হোসেন ভুইয়া
লক্ষীদাড়ী, ডোমরা
সাতক্ষীরা